

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ১ জানুয়ারি

খোলা থাকবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এম এইচ রবিন •

১ জানুয়ারি শুক্রবার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। এদিন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন পাঠ্যপুস্তক। সারা দেশে একযোগে পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপন করা হবে। রাজধানীতে এ উৎসবে যোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেবেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

৩১ ডিসেম্বর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এদিন জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের কপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করবেন নূরুল ইসলাম নাহিদ এবং মোস্তাফিজুর রহমান।

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানো ও বিদ্যালয়ে পৌছানোর কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে গতকাল নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আগামী শুক্রবার আমরা পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করব ও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ করব। বলা হচ্ছে, কিছু বই ছাপা শেষ হয়নি। প্রাথমিকের কিছু বইয়ে সমস্যা ছিল। এ বই ছাপার কাজ একটু দেরিতে শুরু করতে হয়েছে। সেই বই ছাপার কাজও সম্পন্ন হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বই ছাপা সম্পন্ন হয়েছে। সব বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ১ জানুয়ারি শুক্রবার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে না। উৎসব করে শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসে বই নিয়ে বাড়ি যাবে। আমরা সব জায়গায় বলেছি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদরা যেন ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান।'

৫ শতাংশ বই সব সময় সংরক্ষণ করা হয় জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোথাও হয়তো ছাত্র বেশি হয়, কোথাও গরবিল হয়। এতে কোনো ঝুঁকি যাতে না থাকে, কোনো বাচ্চা যাতে মন খারাপ করে' এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ১ জানুয়ারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) না যায়— সে জন্য এ বই রাখা হয়। সেই বইগুলো ছাড়ে, কোথাও দেরিতে যাচ্ছে। আমাদের মূল বই চলে গেছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল মাঠে ১ জানুয়ারি সকাল ৯টায় পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করা হবে। সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল ১০টায় রাজধানীর মিরপুর-২ এ ন্যাশনাল বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। এখানেও মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

এবার 'প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালে ২৯১টি বিষয়ে মোট ৪ কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জন শিক্ষার্থীকে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০টি বিনামূল্যের বই বিতরণ করা হবে। বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপায় নিম্নমানের অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এগুলোর বিষয়ে আমাদের নিয়ম-নীতি আছে। পরীক্ষা করে যদি দেখি বইগুলো ঠিকভাবে ছাপা হয়নি, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ব্যবস্থা নেব।'

১৯৮৩ সাল থেকে শুরু হয় বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ। তবে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ের বই শিক্ষার্থীদের দেওয়া হতো। ওই সময়ে একজন শিক্ষার্থীকে অর্ধেক নতুন আর অর্ধেক পুরনো বই দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীরা সব বই পাওয়ার জন্য মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করত। ব্যরপড়া রোধ করতে ও শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার স্বার্থে ২০০৯ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বছরের প্রথম কর্মদিবসে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাক-প্রাথমিকও। গত বছর যুক্ত হয়েছে দুটি প্রতিবন্ধী শিশুদের রেইল বই ও মাল্টিমিডিয়া সিডি।